দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বুয়েট শিক্ষক সমিতি মৌন মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করে —জনকণ্ঠ

ছাত্রদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, শিক্ষকরা মৌন মিছিল নিয়ে স্মারকলিপি দিচ্ছেন ॥ কিন্তু সরকার নির্বিকার

ফজলুল বারী

বুয়েট পরিস্থিতি

বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে সরকার কেন সিদ্ধান্তহীন? প্রশ্নটি জোরে শোরে এখন আলোচিত হচ্ছে সব মহলে। ৪ মে ডঃ ইকবাল মাহমুদ পদত্যাগ করেছেন উপাচার্যের পদ থেকে। মঙ্গলবার এর ২২ দিন অতিক্রান্ত হলেও সরকারের তরফ থেকে বলা সম্ভব হয়নি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। এই অবস্থায় দেশের একমাত্র এবং শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়ে আছে। সেখানকার শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করতে সময় লাগবে তিন মাসের বেশি। সরকারের কাছে কি এর খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই?

(১১ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রদের অপূরণীয়

(প্রথম পাতার পর)

অথবা সরকার কি ধরে নিয়েছে বুয়েট নামের কোন প্রতিষ্ঠানের তার কোন প্রয়োজন নেই? এই মন্তব্য সেখানকার এক সিনিয়র শিক্ষকের। এই শিক্ষক মঙ্গলবার জনকণ্ঠের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইগো সমস্যার কারণে যা করা হচ্ছে তার ক্ষতি হচ্ছে সুদূরপ্রসারি। সিদ্ধান্তহীনতার অভিযোগ ছিল সাবেক বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে। এই অপবাদ, অভিযোগের বিষয়টি এই সরকারও কেন নিজের কাঁধে টেনে নিচ্ছে তা বোধগম্য নয়। শিক্ষক সমিতি গতকাল একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত সচিব স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী বুয়েটের চ্যান্সেলর।

বুয়েট সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, সেখানকার সঙ্কট নিরসনের উদ্যোগ চ্যান্সেলরকেই নিতে হবে। চ্যান্সেলর যদি পদত্যাগী উপাচার্য বা শিক্ষক সমিতির সাথে কথা বলতে না চান তবে চ্যান্সেলরের সচিব বা তাঁর অফিসকে এ ব্যাপারে কথা বলতেই হবে। সাফ বলতে হবে উপাচার্য পদ থেকে ডঃ ইকবাল মাহমুদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে অথবা হয়নি। এই একটি বক্তব্য পাবার পরই সঙ্কট নিরসনের পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া যাবে। চ্যান্সেলর বা তাঁর অফিসের উদ্যোগ ছাড়া সঙ্কট নিরসনের কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, উপাচার্যের পদত্যাগকে অনুসরণ করে সকল বিভাগীয় প্রধান (৭০ সিনিয়র শিক্ষক) পদত্যাগের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চ্যান্সেলর ও শিক্ষামন্ত্রীর অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনেছিলেন। শিক্ষক সমিতিও একই অভিযোগসহ ডঃ ইকবাল মাহমুদকে পুনর্বহালের দাবিতে অরিরাম কর্মবিরতি শুরু করে। এতে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তার পর আর বুয়েট সঙ্কট নিরসনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

উপাচার্যের পদত্যাগের পর শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত ডঃ ইকবাল মাহমুদ স্বপদেই বহাল আছেন। কিন্তু ওই সংবাদ সম্মেলনে বুয়েট শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর কিছু তীর্যক মন্তব্যে সেখানকার পরিস্থিতি জটিলতর হয়। সঙ্কট নিরসনের জন্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ শিক্ষকদের সাথে আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। ওয়াকিফহাল সূত্র বলেছে, পদত্যাগী উপাচার্য ক্লাস শুরুর অনুরোধ করেছিলেন শিক্ষকদের। তিনি উপাচার্য পদে তার ফিরে না আসার আগ্রহের কথাও জানান। কিন্তু শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁদের অনড় ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে তাঁকে সসম্মানে পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত তাঁরা ক্লাসে যোগ দেবেন না। সূত্র বলেছে, পুরনো এক বাজে অভিজ্ঞতার কারণে ডঃ ইকবাল মাহমুদ এই অবস্থায় উপচার্যের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে অপারগ। জিয়া সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন ১৯৮১ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে। কিন্তু সেই পদত্যাগ পত্রটি ১১ এপ্রিল তারিখে লেখা হয়েছিল। পদত্যাগপত্র গ্রহণের সময় জানানো হয় তার পদত্যাগপত্রটি ১১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। অতএব নিয়ম অনুসারে মাঝের দু'দিন তাঁর সবকিছুই অবৈধ ছিল। পুরনো অভিজ্ঞতার আলোকে ডঃ মাহমুদ আবার অবৈধ হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে চান না। পদত্যাগের পর ডঃ মাহমুদ জনকণ্ঠকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছে তিনি সরকার এবং চ্যান্সেলরের আস্থা হারিয়েছেন। এই দু'টো প্রতিষ্ঠানের আস্থা ছাড়া উপচার্যের দায়িত্ব পালন করা যায় না। সেজন্য স্বেচ্ছায় তিনি পদটি থেকে সরে এসেছেন। ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, ডঃ মাহমুদের মাঝে ভবিষ্যতে অপসারণের আতঙ্কও কাজ করছে। যেখানে যিনি পদত্যাগকেই বেছে নিয়েছেন সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য তিনি তেমন ঝুঁকিও রাখতে চাইছেন না।

তাহলে বুয়েটের অচলাবস্থা নিরসনের ফর্মুলা কি? ওয়াকিফহাল সূত্র বলেছে, ডঃ ইকবাল মাহমুদ সিনিয়র শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় এ ব্যাপারে একটি ফর্মুলা প্রস্তাব আকারে দিয়েছেন। এই ফর্মুলাটি হলো চ্যান্সেলরের অফিস থেকে যদি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার কথা জানানো হয় তাহলে তিনি সর্বোচ্চ দুই মাস সময়ের জন্য উপাচার্যের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে রাজি আছেন। এই দুই মাসের মধ্যে বুয়েটের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক করে আনা হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষক সমিতির সাথে আলোচনা করে সিনিয়র তিনজন শিক্ষকের নাম চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হবে তাদের যে কোন একজনকে উপাচার্যের পদে নিযুক্তির জন্য। চ্যান্সেলর নতুন উপাচার্য নিয়োগ করার সাথে সাথে তিনি পদত্যাগ করে তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। ওয়াকিফহাল সূত্র মনে করে, এই ফর্মুলাটি চ্যান্সেলর, ডঃ ইকবাল মাহমুদ, শিক্ষক সমিতি সকল পক্ষের জন্যই সম্মানজনক হতে পারে। তবে তাঁর আগে অবশ্যই চ্যান্সেলরের অফিসকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

উপাচার্য বিষয়ে ফয়সালা না হওয়া বুয়েট সঙ্কটের মুখ্য কারণ স্থাপত্য বিভাগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ১৩ শিক্ষকের বিষয়টিও ঝুলে আছে। সেই ১৩ শিক্ষক তাঁদের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে সিন্ডিকেটের কাছে আবার আবেদন পাঠিয়েছেন। কিন্তু পদত্যাগী উপাচার্য তাঁর সেই 'অবৈধ হয়ে যাবার ভয়েই' সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকেননি। উল্লেখ্য, উপাচার্যই সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান। সিন্ডিকেটের বৈঠক হয়ে গেলেই ১৩ জনের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে এটাও অনেকে মনে করেন না। কারণ নিয়ম অনুসারে ৬ মাসের আগে সিন্ডিকেট তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারে না। সিনিয়র এক শিক্ষক এ ব্যাপারে বলেন, সেই ১৩ শিক্ষক এ ব্যাপারে আদালতের আশ্রয়ও নিতে পারেন। আদালত যদি তাঁদের পক্ষে রায় দেয় তবে তা সকল পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য।

এ দিকে সঙ্কটের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। ৪ মে থেকে তাদের ক্লাস বন্ধ রয়েছে। সিনিয়র এক শিক্ষক জানান, এর মাঝে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তাতে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইলেও তার জন্য সময় লাগবে তিন মাসের বেশি। সামনে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হলেও ক্লাসের ক্ষতি হবে। গত বিশ্বকাপের সময়েও বুয়েটের পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। এই শিক্ষক হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, যেখানে ক্লাস, পরীক্ষা, একাডেমিক, প্রশাসনিক কার্যক্রম চমৎকার চলছিল সেখানে যে সর্বনাশটি হয়ে গেল তা পুরো জাতির জন্যই দুর্ভাগ্যজনক। আরও চরম সর্বনাশের আগে সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগী হবার জন্য চ্যান্সেলরের কাছে আবেদন জানান।

শিক্ষক সমিতির স্মারকলিপি

বুয়েট শিক্ষক সমিতি গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চ্যান্সেলরের মূল্যবান সহায়তার আবেদন করেছে। সমিতি উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানসহ স্বীয়পদে বহাল রাখা হবে ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ন্যস্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ভবিষ্যতে উপাচার্যকে কোন প্রকার বাধা দেয়া হবে না। এ ব্যাপারেও আশ্বাস বাণী চেয়েছে চ্যান্সেলরের। স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে বর্তমান নাজুক অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষামন্ত্রী এবং স্থাপত্য বিভাগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত ১৩ শিক্ষকের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়। গতকাল সকালে বৃষ্টির মধ্যে শিক্ষকরা মৌন মিছিলসহ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণের পর সবিচালয়ে গিয়ে স্মারকলিপিটি জমা দেন।

স্মারকলিপিতে নতুন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা করে বলা হয় এর কারণে এ বছর স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ড্রইং-এ ভাল করেছে এবং একই সাথে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শুধু তারাই ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্থাপত্য বিভাগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত ১৩ শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাডেমিক নিয়মনীতি অবজ্ঞা, শিক্ষার্থীদের স্বার্থসিদ্ধির দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার, মিথ্যাচার, জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। স্মারকলিপিতে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয়, তিনি একাডেমিক এবং প্রাক্তন ১৩ শিক্ষকের বিষয়ে উপাচার্যের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ, নিজস্ব মতামত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা, সিন্ডিকেটের সভায় দু'বার ফোন করে সিন্ডিকেটের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চেষ্টাসহ নানা অবাঞ্ছিত ভূমিকা দেখিয়েছেন। শিক্ষকদের কটূক্তিসহ নানা অপমানের অভিযোগেও সমিতি অভিযুক্ত করেছে শিক্ষামন্ত্রীকে। সমিতির সভাপতি ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত করে কর্মবিরতির মতো বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান করে অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক সমিতি আন্তরিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করবে বলে স্মারকলিপিতে আশ্বাস দেয়া হয়।